

সূরা ইয়াসীন-৩৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও প্রসঙ্গ

সকল বিশেষজ্ঞ আলেম একমত যে এ সূরা মকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরার ভাবগত টাইল, রচনাশৈলী এবং এর বিষয়াবলীও এ কথা সাব্যস্ত করে। এ সূরাতে বর্ণিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব এতই অধিক যে হ্যরত নবী করীম (সাঃ) একে কুরআনের হন্দয় বলে অভিহিত করেছেন। পূর্ববর্তী সূরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করে ও মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটাবারও সব ব্যবস্থা করেছেন। শেষোক্ত প্রয়োজন মিটাবার জন্য তিনি মানুষের মধ্যে বার বার নবী পাঠিয়ে সেই নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই সূরাতে হ্যরত আকদস মুহাম্মদ (সাঃ)কে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বা সর্বোত্তম আদর্শবান নেতা নামে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন এবং এ পূর্ণতম এবং অভিস্ত প্রস্তুতি 'কুরআন' তাঁকে দান করেছেন।

বিষয়বস্তু

মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে পূর্ণতম নেতা আখ্যা দিয়ে এই সূরা আরঙ্গ হয়েছে। এর অর্থ হলো, নবী প্রেরণের যে ধারা আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ) দ্বারা প্রবর্তন করেছিলেন এর সর্বোত্তম দ্রষ্টান্ত হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথই এখন একমাত্র সত্য, সঠিক ও সরল পথ, যা মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌছে দেয়। অন্যান্য পথ যা পূর্বে মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌছে দিত সেগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধাই থাকবে।

আল্লাহ এখন কেবল মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহ স্বীয় অভিস্ত প্রজ্ঞায় বিশ্বমানবের কাজে সর্বশেষ ধর্মকে প্রচারের জন্য মহানবী (সাঃ)কে আরবদের মধ্যে প্রেরণ করলেন, যারা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কোন নবী দেখেনি। আরবের ভূমি নিরস ও শুষ্ক ছিল। ঐশী-বাণীর অম্ভৃতধারা এই ভূমির ওপর পড়লো এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন বেগবতী ফলশুধারা একে প্রাণ-গ্রাচুর্য তরে তুললো। অতঃপর আল্লাহ রূপক ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তিনি মানবজাতির কাছে কীভাবে নবীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে আসছেন। মূসা (আঃ) এর কথা, দ্বিসা (আঃ) এর কথা এবং নবী করীম (সাঃ) এর কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনিই তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্য যথা সময়ে এ নবীগণকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ এর পরে এ কথাও বললেন, আখেরী জামানায় ধর্মের যখন অধঃপতন হবে এবং ওহী-ইলহামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস রহিত হয়ে যাবে তখন মহানবী (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ইসলামের কেন্দ্রস্থলের বহু দুরবর্তী এক স্থানে (৩৬:২১) আবির্ভূত হবেন। এই ধর্ম-সংস্কারক মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের মতোই তাঁর আহ্বানও প্রথমদিকে অনেকটা অরণ্যে রোদনের মতো হবে। সারা পৃথিবী তখন অগুত শক্তির কবলে থাকবে। মানুষ মিথ্যা উপাস্যের পূজায় মগ্ন থাকবে এবং পৃথিবী আল্লাহর শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। তারপর এ সূরাতে অতি সুপরিচিত এক প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, যখন সারাটা পৃথিবী শুষ্ক ও ত্বরিত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার ফলে মৃত জীবন পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে এবং নানা প্রকারের ও নানা বর্ণের লতা-পাতা, শাক-সবজি ও ফল-ফুলে ভরে যায়। তেমনিভাবে মানুষের হন্দয়ে যখন মরিচা ধরে এবং তা একেবারে কল্পিত হয়ে পড়ে তখন তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে ঐশী-বাণীরূপে আধ্যাত্মিক পানি অবতীর্ণ হয়। এই বিষয়টি বুবাবার জন্য আরেকটি উপমা এ সূরাতে ব্যবহৃত হয়েছে। দিনের পরে রাত আবার রাতের পর দিন আসা-যাওয়ার চিরস্তন নিয়মকে উপমাস্তরপ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো ভালভাবে বুবাবার জন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ সত্য সত্যই সব বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। শাক-সবজিতেও জোড়া জোড়া আছে, এমনকি অজৈব পদার্থের জোড়া বাঁধা আছে। এই উপমাতে বুবানো হয়েছে, সকল সত্যিকার জ্ঞানের মূলে রয়েছে একটি সমৰ্থ-ঐশী-বাণীর সাথে মানব-যুক্তির সমন্বয়। সূরার শেষ দিকে ইসলামের মহান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আরবজাতি বহু শতাব্দী ধরে বিশ্ব-মানবের তুলনায় নিম্নস্তরে অবহেলিত অবস্থায় পতিত ছিল। আল্লাহর হৃকুমে এখন সেই আরবের ইহজাগতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মহিমার চূড়ান্ত উচ্চতায় আরোহণ করবে। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। এ কোন অলস-স্বপ্ন বা কবি-কল্পনা নয়। কেননা তাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল আগমন করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের উজ্জ্বলতম মহিমার চূড়ায় উপনীত করবেন।

★ [কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে আরবরা নর ও নারীর আকারে কেবল খেজুরের জোড়ার কথাই জানতো এবং তাদের কারো ধ্যান-ধারণাতেও এ কথা ছিল না যে আল্লাহ তাআলা কেবল প্রত্যেক ফলের চারাই জোড়া জোড়া বানাননি, বরং এ সূরার ৩৭ নম্বর আয়াত এ দাবী করছে, বিশ্বজগতের সবকিছু জোড়া জোড়া। আজকের বিজ্ঞান এই সত্যের দ্বার উন্মোচন করেছে। এমন কি পদার্থের এবং অণুর ও পরমাণুরও জোড়া জোড়া রয়েছে। আসলে জোড়ার বিষয়বস্তুটি একটি অশেষ বিষয়বস্তু এবং তওহীদের বিষয়টি বুবার জন্য এই জোড়ার বিষয়টি বুবা আবশ্যিক। কেবলমাত্র বিশ্বজগতের স্রষ্টারই জোড়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে গোটা সৃষ্টি জোড়ার মুখাপেক্ষী। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُورَةُ بِسْمِكَيْهِ وَهِيَ مِنَ الْبَشَّارَةِ آذِيقُوهُ وَثَمَانُونَ أَيَّةً وَحَسْكَةً رَوْعَةً

সূরা ইয়াসীন-৩৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ৮৪ আয়াত এবং ৫ রংকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম কর্ণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ইয়া সায়েদু অর্থাৎ হে নেতা! ২৪২৬

يَسْ ②

৩। প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের ২৪২৭ কসম,

وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ③

৪। নিশ্চয় তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّكَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ④

৫। (আর তুমি) সরলসুদৃঢ় পথে (পরিচালিত) রয়েছে ২৪২৭-ক।

عَلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ⑤

৬। ﴿এ কুরআন) মহাপ্রাক্রিয়শালী (ও) বার বার কৃপাকারী (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অবতীর্ণ (বাণী)

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ⑥

৭। ৱেন তুমি একুশ এক জাতিকে সতর্ক কর, যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। অতএব তারা উদাসীন (অবস্থায়) পড়ে রয়েছে।

لِتُنذِّرَ قَوْمًا مَا أُنذِّرَ أَبَاءُهُمْ فَهُمْ
غَفِلُونَ ⑦

৮। তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে (আমাদের) প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না।

لَقَدْ حَقٌّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑧

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ২০৪৫, ৩২৪৩, ৪০৪৩, ৪৫৪৩, ৪৬৪৩ গ. ২৪৪৪৭, ৩২৪৪

২৪২৬। 'ইয়াসীন' এই সংযুক্ত দুটি অক্ষরের মধ্যে 'সীন' অক্ষরটি ইবনে আবুবাসের মতে 'আল ইনসান' (পূর্ণতম মানব) অর্থে অথবা সৈয়দ (পূর্ণতম নেতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব ইয়াসীন অর্থ দাঁড়ায়, হে পূর্ণতম মানব বা পূর্ণতম নেতা। জানী-গুণীদের ঐক্যমত হলো, এই গুণবাচক কথাটি পবিত্র রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ণতম মানব। কেননা মানবেতিহাসে একমাত্র তাঁকেই আদর্শ ও নমুনা বলে চিহ্নিত করা যায়। আর তিনিই পূর্ণতম নেতা। কেননা তাঁর আগমনের পরে তাঁরই নেতৃত্বকে অবলম্বন ও অনুসরণ করে কেবলমাত্র তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই ঐশ্বী-বাণী প্রাণ্ত বড় বড় ধর্ম সংক্রান্ত ও ধর্ম শিক্ষকগণ আগমন করতে থাকবেন। পূর্বের অন্যান্য নবীগণের অনুসারীদের জন্য ঐশ্বী-বাণী প্রাণ্তির দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

২৪২৭। মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুত্তের সত্যতার সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ও কার্যকরী প্রমাণ হলো মহাগঙ্ক কুরআন। তাঁর সত্যতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে নিজে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন একখনা ধর্মগত পৃথিবীকে উপহার দিলেন, যা গরিমা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণবলী ও সৌন্দর্যরাশিতে পূর্ববর্তী ধর্মগতগুলোকে সকল দিক দিয়ে অতিক্রম করে বহু দূর চলে গেছে। এই কুরআন পূর্ণতম বিধান যা পালনের মাধ্যমে আগামীতে সর্বকালের মানবমণ্ডলী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারবে।

২৪২৭-ক। এখন মহানবী (সাঃ) এর পথই একমাত্র সত্য ও সরল-সুদৃঢ় পথ, যা মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌছে দিতে পারে। এই আয়াত নবী এবং দার্শনিকের মধ্যে একটি সৃষ্টি প্রভেদ রচনা করে। একজন দার্শনিককে সত্য লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় এবং সে প্রায়ই সত্য অনুসন্ধানের মধ্যেই পথ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর একজন নবী খুব সংক্ষিপ্ত পথ ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সত্যের উদ্ঘাটন করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঐশ্বী-বাণীর দ্বারা পরিচালিত হন বলে দার্শনিকের মতো তাকে দুর্বোধ্য ও জটিল ধ্যান-ধারণার গোলক ধাঁধায় আবর্তিত হতে হয় না।

★ ৯। ^৪নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় বেড়ী^{১৪২৮} পরিয়ে দিয়েছি। এটা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌছে গেছে। এর ফলে তাদের মাথা উঁচু হয়ে আছে^{১৪২৮-ক}।

১০। আর আমরা তাদের সামনেও এক প্রতিবন্ধক এবং পেছনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর আমরা তাদের ঢেকে দিয়েছি। সুতরাং তারা দেখতে পায় না^{১৪২৯}।

১১। ^৪আর তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনবে না^{১৪৩০}।

১২। ^৪তুমি কেবল তাকে সতর্ক করতে পার, যে উপদেশের অনুসরণ করে এবং অদৃশ্যেও রহমান (আল্লাহকে) ভয় করে। অতএব তুমি তাকে এক বড় ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

১৩। নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি। আর আমরা তাদের কৃতকর্ম এবং (এর) ফলাফলও সংরক্ষণ করি। ^৪আর [১৩] সব কিছু আমরা এক সুস্পষ্ট কিতাবে^{১৪৩১} সংরক্ষণ করে ১৮ রেখেছি।

১৪। আর তুমি তাদের কাছে এক জনপদের^{১৪৩২} অধিবাসীদেরকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন কর যখন এ (জনপদে আল্লাহর পক্ষ থেকে) রসূলরা এসেছিল।

দেখুন : ক. ১৩৪৬, ৭৬৪৫ খ. ২৪৭ গ. ৩৫৪১৯ ঘ. ১৮৪৫০, ৭২৪২৯

২৪২৮। এ স্থলে ‘আগলাল’ দ্বারা পূর্ব-পুরুষাগত চালচলন, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদির বেড়ী বুঝায়, যা অবিশ্বাসী ও অঙ্গীকারকারীদের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে ও মুক্তি দান করে না এবং সত্য গ্রহণের পথে এবং উন্নতির পথে বিরাট বাধা হয়ে থাকে।

২৪২৮-ক। যদিও কোন ব্যক্তি বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা নিজেকে আন্তিমূর্ণ সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে চায়, তথাপি চতুর্দিক থেকে তার ওপর এত চাপ আসে যে সে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়ে।

২৪২৯। চিরাচরিত প্রথার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ষি, সঙ্গীণচিত্ততা ও আত্মান্তরিতা অবিশ্বাসীদেরকে ভেবে দেখার অবসর দেয় না যে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তারা কত বিরাট উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী হতে পারে এবং এ কথা ভাববারও তারা সময় পায় না যে পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরা সত্যের বিরোধিতার জন্য আল্লাহর কাছে ইহলোকেই কত শাস্তি পেয়েছে।

২৪৩০। টীকা ২৬ দ্রষ্টব্য।

২৪৩১। ইমাম অর্থ জনগণের বা সেনাদলের নেতা, আদর্শ বা দৃষ্টান্ত, কোন জাতির ধর্মগ্রাহ, রাষ্ট্র ইত্যাদি (লেইন)।

২৪৩২। ‘কারইয়াহ’ অর্থ শহর, স্থান বা জনপদ, ব্যাপকভাবে এর দ্বারা সারা বিশ্বকেও বুঝাতে পারে। অতএব ‘আসহাবাল কারইয়াত’ দ্বারা বিশ্ব মানবকেও বুঝা যেতে পারে অথবা যদি একটি শহরবাসীর কথা বুঝিয়ে থাকে তাহলে মক্কাবাসীদেরকে বুঝাতে পারে, যা ইসলামের মূলকেন্দ্র। এই ক্ষেত্রে ‘মুরসালুন’ (রসূলগণ) বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝাবে। কেননা তিনি একাধারে সকল নবীর প্রতিনিধি বিশ্ব-নবী ছিলেন।

إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغَنَاقِهِمْ أَعْلَلَ فَهِيَ
إِلَى الْأَذَقَانِ قَاهِمٌ مُّقْمَحُونَ ①

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ
مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ
لَا يُبَصِّرُونَ ②

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْنَاهُمْ أَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ③

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ هُنَّ بَشَّرٌ يَمْغِفَرَةٌ وَ
آجِرٌ كَرِيمٌ ④

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا
قَدْ مُواهَدًا شَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَبْنَاهُ
فِي إِيمَانٍ مُّبِينٍ ⑤

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْفَزِيْقَةِ
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑥

১৫। আমরা যখন তাদের কাছে দুজন (রসূল)^{১৪৩৩} পাঠিয়েছিলাম তখন তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর আমরা ত্তীয়^{১৪৩৪} জনের মাধ্যমে (রসূলদ্বয়কে) শক্তি দান করলাম এবং তারা বললো, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।’

১৬। তারা বললো, ‘তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছুই নও এবং রহমান (আল্লাহও) কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো কেবল মিথ্যাই বলছ।’

১৭। তারা (অর্থাৎ রসূলরা) বললো, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালক জানেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।’

১৮। ‘আর কেবল স্পষ্টরূপে (বাণী) পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।’

১৯। তারা বললো, ‘নিশ্চয় তোমাদের (আগমনকে) আমরা দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা পাথর মেরে অবশ্যই তোমাদের হত্যা করবো^{১৪৩৫} এবং আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে।

২০। তারা বললো, ‘তোমাদের দুর্ভাগ্যতো তোমাদেরই সাথে আছে। তোমাদের ভালভাবে সদুপদেশ দেয়া হলেও (কি তোমরা অস্বীকার করবে)? বরং (সত্য কথা হলো) তোমরা সীমালঞ্জনকারী জাতি।’

দেখুন : ক. ১৪৪১, ২৬৪১৫৫ খ. ১৩৪৪১, ১৬৪৩৬, ২৪৪৫৫, ২৯৪১৯।

২৪৩৩। এ স্থলে দুজন রসূল দ্বারা মূসা ও ঈসা (আঃ) অথবা ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ)কে বুঝাতে পারে।

২৪৩৪। ত্তীয় রসূল দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝাতে পারে যিনি মূসা ও ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে এ দু’ নবীর সত্যতাকে সাব্যস্ত ও শক্তিশালী করেছেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর গুণবিশিষ্ট একজন নবীর আগমনের উল্লেখ ছিল এবং তিনি এসেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ- ১৪৪১৮, মাথি-২১৪৩৩-৪৬)। অপরদিকে তিনি ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) এ দু’ নবীর সত্যতাও জোরদার করেছেন। কেননা হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর দোয়ার পরিণাম ও ফলস্বরূপ হযরত নবী করীম (সাঃ) এসেছেন (২৪১২৯-১৩০)।

২৪৩৫। ‘রাজামা-হু’ অর্থ সে তাকে প্রস্তরাঘাত করেছে, সে তাকে থাপড়িয়ে-কিলিয়ে মেরেছে, সে তাকে অভিশাপ দিয়েছে, সে তাকে সমাজচ্যুত করেছে (লেইন)।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِشَارِلِثٍ
فَقَالُوا إِنَّا لِيَكُمْ مُّرْسَلُونَ^⑬

قَالُوا مَا آتَتُمْ لَا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَمَا آتَى الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ لَّا إِن
آتَتُمْ لَا لَكُذْبُونَ^⑭

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا لِيَكُمْ
لَمْرَسْلُونَ^⑮

وَمَا عَلِيَّنَا لَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ^⑯

قَالُوا إِنَّا تَطَهَّرُونَا كِبْرًا لَّمْ تَنْتَهُوا
لَنَجْعَلْنَاهُمْ وَلَيَمَسْتَكُمْ قِنَّا عَذَابًا بِ
أَلِيمٍ^⑰

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ وَآئِنْ ذِيْجُرْ تُمْ
بَلْ آتَتُمْ قَوْمً مُّشِرِّفُونَ^⑱

২১। ক'আর শহরের দূরপ্রান্ত^{১৪৩৬} থেকে এক ব্যক্তি^{১৪৩৭}
দৌড়ে^{১৪৩৮} এল। সে বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা (এ
সব) প্রেরিতদের অনুসরণ কর,

২২। এদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং এরা হেদায়াতপ্রাপ্তও।

পর্ম ২৩। আর আমার কী হয়েছে, আমি তাঁর ইবাদত করবো না,
গুন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের(ও) ফিরিয়ে নেয়া হবে?

২৪। আমি কি তাঁকে ছেড়ে অন্য সব উপাস্য গ্রহণ
করবো^{২৪৩০}? খুরহুমান (আল্লাহ্) আমার কোন ক্ষতি করতে
চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং
তারা আমাকে ব্রক্ষাও করতে পারবে না।

২৫। নিচয় এমতাবস্থায় আমি তৎক্ষণাত্ সুস্পষ্ট পথভৃষ্টতায় (নিমজ্জিত) হয়ে যাব।

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান
এনেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শুন।'

২৭। (তাকে) বলা হলো, 'জান্মাতে প্রবেশ কর^{১৪৪০}।' সে বললো, 'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারতো,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ
يَسْعَىْ قَالَ يَقُولُ إِذَا شَعُوا
الْمُرْسَلِينَ ۝

اتَّبَعُوا مِنْ كَايَسَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿١١﴾

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَلَيْهِ يَنْبَغِي
١٣ تُرْجَمَوْنَ

أَتَخْدُ مِنْ دُونِهِ أَيْمَةً إِنْ يُرِدُونَ
الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ۝

إِنَّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^{١٣}

إِنِّي أَمْثُلُ بِرَبِّكُمْ فَاشْمَعُونِ ﴿٣﴾

قَيْلَ اذْهَبْتُ إِلَيْكُمْ وَقَالَ يَلْيَى تَقْوِيمِي
يَخْلَمُونَ ﴿٢﴾

ଦେଖନ : କ. ୨୮୦୨୧, ଖ. ୨୨୦୧୩-୧୪, ଓ୯୦୩

২৪৩৬। (মিন আকসালু মদীনাতে) “শহরের দূর প্রাস্ত থেকে” কথা দ্বারা এটাও বুবায় যে ইসলামের কেন্দ্রস্থল (মক্কা মুয়ায়্যমা) থেকে
বহু দূরবর্তী কোন স্থান থেকে।

২৪৩৭। “রাজ্যন্ম” দ্বারা হয়তো প্রতিশ্রূত মসীহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মহানবী (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ হাদীসে প্রতিশ্রূত মসীহ-মাহদীকে ‘রাজ্যন্ম’ বলে অভিহিত করা হয়েছে (বখরী কিতাবত তফসীর)।

২৪৩৮। “ইয়াস্ম’আ” (দৌড়ানো) শব্দটি বিশেষ অর্থ এবং তৎপর্য বহন করে। কতিপয় হানীসে মহানবী (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কেও এ রকম শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার দ্বারা এটাই বুঝায় যে প্রতিশ্রুত মসীহ অবিশ্রান্ত পরিশ্ৰম, ব্যন্ততা ও দ্রুততাৰ সাথে ঝটিকা প্ৰাহৰে যাত উসলামৰ খণ্ডনক আভানিয়াগ কৰাৰেন।

২৪৩৯। ‘অন্য সব উপাস্য গ্রহণ’— প্রতিশ্রুত মসীহ এর আগমনের সময় মানুষ বহুবিধ উপাস্যের আরাধনা করবে। তারা বস্তুতন্ত্র, মিথ্যা রাজ্যনির্ণয়ক দর্শন, অবাস্থার অগভীরতিক মাত্রাতে ঈতিমাহিনী সাধনা করবে।

২৪৪০। এ আয়াতে ‘রাজুলুন ইয়াস’আ’ সম্বন্ধে বলা হলো, “জান্নাতে প্রবেশ কর”। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। কুরআনে যখন সত্তিকার ঈমানদারদের সকলের জন্যই জান্নাতের প্রতিশ্রূতি রয়েছে তখন এ স্থল ‘রাজুলুন’ এর ক্ষেত্রে জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ উক্তিটি বাহ্যদৃষ্টিতে অনর্থক বলে মনে হয়। তবে ইসলামের জন্য যাঁরা জান, মাল, সময় এবং সম্মান সব কিছু উৎসর্গ করেছেন সেই সকল পুণ্যাত্মাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ নির্দেশে প্রতিশ্রূত মসীহ (আঃ) কর্তৃক কাদিয়ানী বিশেষ শর্তে ‘বেহেশতি মকবেরো’ নামে একটি বিশেষ কবরস্থান স্থাপন করার মাঝে ‘জান্নাতে প্রবেশ কর’ আদেশটি বাহ্যিকভাবে রূপায়িত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। প্রতিশ্রূত মসীহের প্রতি একটি ইলহামে বলা হয়েছে ‘ইন্নি

২৮। আমার প্রভু-প্রতিপালক আমার সাথে কিরণ ক্ষমার আচরণ করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্গত বলে গণ্য করেছেন।'

২৯। আর তার পর আমরা তার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোন সৈন্যদল অবর্তীর্ণ করিনি এবং আমরা (এভাবে সৈন্যদল) অবর্তীর্ণ করেও থাকি না।

৩০। ^ك-সে (আয়াব) ছিল কেবল একটা ভয়ংকর বিকট শব্দ। তখন অক্ষয় তারা নিতে গেল^{২৪১}।

★ ৩১। হায়, আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! ^ك-তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসিবিদ্রূপ করে^{২৪২}।

৩২। ^ك-তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে কত প্রজন্ম আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি? ^ك-নিশ্চয় তারা আর তাদের কাছে ফিরে আসবে না^{২৪৩}।

^২
[১০]
^১ ৩৩। আর তাদের সবাইকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

৩৪। ^ك-আর মৃত পৃথিবী তাদের জন্য এক নির্দশন। আমরা একে জীবিত করি এবং এ থেকে (বিভিন্ন প্রকারের) শস্য উৎপন্ন করি। আর তারা তা থেকে খায়।

৩৫। ^ك-আর আমরা এতে খেজুর ও আঙুরের বাগান বানিয়েছি এবং এতে আমরা ঝরণা নির্গত করেছি^{২৪৪}

দেখুন : ক. ১১৪১, ৩৬৪০, ৫৪; ৫৪৩৩২ খ. ১৫১২, ৪৩৪ গ. ১৭১৮, ১৯৫৯, ২০১২৯, ৫০৩৭ স. ২১৪১৬, ২৩১০০, ১০১ শ. ১৬৪৬ চ. ১৩১৫, ১৬৪৬, ২৩১০।

আন্যালতু মা'আকাল জান্নাত' অর্থাৎ হে মসীহ! তোমার সাথে আমি বেহেশ্তে অবতরণ করেছি (তায়কিরাহ)। এই ইলহামও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে (বিস্তারিত জানার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ প্রণীত 'আল ওসীয়ত' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

২৪১। এই বর্ণনাটা গোলাবর্ষণ, বোমাবর্ষণ, অগ্নি-বোমা ও আণবিক বোমা-বর্ষণ ইত্যাদির উপর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। ভয়ংকর শব্দে এগুলো (বিস্কেরিত) হয়। সাথে সাথে যে ডয়ানক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তা পতনস্থান ও চারি পাশের সব কিছু জুলিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংসালীর প্রতিই সূরা কাহফে ইস্পিত রয়েছে যে যা কিছু এর উপর আছে তা ধ্বংস করে একে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করবো (১৮:৯)।

২৪২। এই বাক্যের শব্দগুলো অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত। মহাপ্রাক্রমশালী আল্লাহ নিজেই যেন কষ্ট পেয়ে থাকেন যে মানুষ তাঁর প্রেরিত পুরুষদেরকে হাসি-বিদ্রূপ করে এবং মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে। রসূলরা কষ্ট বরণ করেন, এমনকি প্রাণপাত করেন। তথাপি অবুৱা জাতি তাঁদের এত আকৃতি ও হিতেশণাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়।

২৪৩। এই বাক্য থেকে মনে হয় উপরোক্ত ঐশী শাস্তি বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হবে।

২৪৪। পূর্ববর্তী আয়াতে যে উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তা এই আয়াতেও চলছে। বলা হচ্ছে, আরবের শুক বালুকারাশি থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাণী-ধারা প্রবাহিত হবে এবং বিবিধ আধ্যাত্মিক ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন হবে।

بِمَا غَفَرْتَ لِي رَبِّي وَ جَعَلْتَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ^(১)

وَ مَا آتَنَّا لَنَا عَلَى قَوْمٍ مِنْ بَخْرٍ وَ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزَلِينَ ^(২)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ^(৩)

يَحْسِرَةً عَلَى الْعِبَادِ جَمَّا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَشْتَهِرُونَ ^(৪)

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْبِ أَنَّهُمْ لَا يَنِهِمْ لَا يَرِجِعُونَ ^(৫)

وَإِنْ كُلَّ لَمَّا جَمِيعَ لَدَنَا مُحَضِّرُونَ ^(৬)

وَأَيْةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ إِلَّا أَحْيَيْنَاهَا وَآخِرَ جَنَّاتِنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَا كُلُونَ ^(৭)

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنِّتَيْتَ مِنْ تَخْمِيلٍ وَآغْنَيْتَ ^(৮) فَجَزَّنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

৩৬। যেন তারা তাঁর দানকৃত ফলফলাদি থেকে খায় এবং (তাও খায়) যা তাদের হাত তৈরী করেছে। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না?

৩৭। ^ك-পবিত্র তিনি, যিনি প্রত্যেক প্রকারের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, ভূমি যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে এবং সেগুলোর মাঝ থেকেও যেগুলো সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই^{৪৪৫}।

★ ৩৮। ^ك-আর রাত(ও) তাদের জন্য এক নির্দশন যা থেকে আমরা দিনকে টেনে বের করি। এরপর তারা অক্ষাংশ অন্ধকারে ডুবে যায়।

★ ৩৯। ^ك-আর সূর্য এর নির্ধারিত গতিপথে ছুটে চলছে। এটা মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) বিধান।

৪০। ^ك-আর চন্দ্রের জন্যও আমরা কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশ্যে তা (কক্ষপথ অতিক্রম করতে করতে) খেজুর গাছের পুরাতন ডালের ন্যায় হয়ে ফিরে আসে।

৪১। চন্দ্রকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্যের নেই এবং ^ك-রাতও দিনকে ডিস্পিয়ে যেতে পারে না। আর এরা ^ك-প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে ধাবমান রয়েছে^{৪৪৬}।★

رَبِّا كُلُّوا مِنْ ثَمَرٍ هُوَ مَا عَمِلْتُمْ
أَيْدِيهِمْ هُوَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ^৩

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَجْهَ كُلِّهَا وَمَا
تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمَنْ أَنْفَسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ^৪

وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْأَيْلُ مَنْ شَرَحَ مِنْهُ النَّهَارَ قَدَّا
هُمْ مُظْلِمُونَ^৫

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُشَتَّقِهِ لَهَا دُلْكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيُّونَ^৬

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْحُرْجُونَ الْقَدِيرُونَ^৭

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ
الْقَمَرُ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ دَوَّ كُلُّ فِي
فَلَكَ بَسَّحُونَ^৮

দেখুন : ক. ১৩৪৪, ৫১৪৫০ খ. ১৭৪১৩, ৪০৪৬২ গ. ৬৪৯৭, ৫৬৯৬ ঘ. ১০৪৬ ঙ. ২৫৪৬৩ চ. ২১৪৩৪

৪৪৫। আজকের এক অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য হলো, প্রত্যেক বস্তুতে জোড়া রয়েছে, শাক-সবজির জগতে যেমন রয়েছে, তেমনি অজেব পদার্থেও রয়েছে। এমন কি যেগুলিকে মৌলিক (অযুগ্ম) পদার্থ বলে আমরা জানি এ একক পদার্থও আসলে একাকী অস্তিত্বশীল নয় বরং তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে অন্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি মানুষের বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও সম্ভাবনে প্রযোজ্য। ঐশ্বী আলোর প্রতিফলন ব্যতিরেকে আমরা সত্যিকার জ্ঞান লাভ করতে পারি না। মানুষের বুদ্ধির সাথে যখন ঐশ্বী-বাণীর মিলন ঘটে তখনই সত্যিকারের অভ্যন্তর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়।

৪৪৬। মহাশূন্যে বিরাজমান গ্রহ-নক্ষত্র, তারকাপুঁজি ও অন্যান্য বিশালাকার জ্যোতিক্ষমসমূহ সুশঙ্খল ভাবে ভেসে চলেছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এ অভিমত পোষণ করতো, আকাশমণ্ডল ঘন দেখারী জড় পিও বিশেষ। কুরআনের এক বৈশিষ্ট্য হলো, এটি এমন সুন্দর ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে যা পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে সাবলীলভাবে খন্দন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্য নৃতন নৃতন আবিক্ষারেরও পথ খুলে দেয়। এই আয়াত বিশ্ব-জগতের সুশঙ্খল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করে। আকাশের তারকা-মণ্ডলীই বলুন আর পৃথিবীর উপগ্রহই বলুন সকলেই তাদের প্রতি আরোপিত কাজ নিরামিতভাবে সুশঙ্খলার সাথে সময় মত ও অভ্যন্তরভাবে একে অন্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সম্পাদন করে থাকে। এই সৌরমণ্ডল এমনিভাবে অসংখ্য মণ্ডলের একটি মাত্র। এই সৌরমণ্ডল এমন সব মণ্ডলও রয়েছে, যেগুলো এ সৌরমণ্ডল থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। এই লক্ষ লক্ষ সূর্য ও লক্ষ লক্ষ তারকা মহাশূন্যে এমনিভাবে পরম্পরারের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে ভেসে চলেছে যে এদের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য কখনো ক্ষুণ্ণ হয় না। একে অপরের সঙ্গে এরা ঐক্য-সুত্রে গাঁথা থেকে নিজ নিজ কক্ষপথে নিজের গন্তব্যের দিকে চলেছে। কাঠামো ও গতিময়তায় তারা সব এক ও অভিন্ন!

★ [৩৯-৪১] আয়াতে জ্যোতিক্ষমভলী সম্পর্কে একেব কথা বলা হয়েছে, যার সম্পর্কে আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তি অর্থাৎ মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কল্পনাও করতে পারতেন না। চন্দ্র ও সূর্যের একে অপরকে ধরে না ফেলার বিষয়টিতো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই। চন্দ্র কেন ছোট হয়ে যায়, এরপর তা কেন বড়ও হতে থাকে, এর সাথে রয়েছে আবর্তনের সম্পর্ক। এ ছাড়া একথাও বলা হয়েছে, সূর্য এক নির্ধারিত গতিপথে ছুটে চলেছে। এর একটি অর্থ হলো, সূর্য এক সময় এর নির্ধারিত আয়তে পৌছে লয়প্রাণ হবে। আজকালকার জ্যোতির্বিদদের তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী এর আরও একটি অর্থ হলো, সূর্য এর সব ধ্রু উপগ্রহ নিয়ে এক দিকে ছুটে

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪২। আর তাদের জন্য এও এক নির্দশন, নিশ্চয় আমরা তাদের বংশধরকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করি।

★ ৪৩। আর আমরা তাদের জন্য এরই মত আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করবো, যেগুলোতে তারা আরোহণ করবে^{৪৪৭}।

৪৪। আর আমরা চাইলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি। তখন তাদের আকুতিমিনতি শুনার কেউ থাকবে না এবং তাদের উদ্ধারও করা হবে না।

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃপা ছাড়া। (আর তারা) কেবল এক মেয়াদ পর্যন্ত সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে।

৪৬। আর তাদের যখন বলা হয়, ‘তোমাদের সামনে যা আসবে^{৪৪৮} তা থেকে তোমরা (নিজেদের) রক্ষা কর এবং তোমাদের পিছনে^{৪৪৯} ছেড়ে আসা (কৃতকর্মের প্রতিফল) থেকেও (রক্ষা পেতে চেষ্টা কর) যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয় (তখন তারা মনোযোগ দেয় না)।’

৪৭। আর যখনই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দশনাবলী থেকে কোন নির্দশন তাদের কাছে আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

৪৮। আর তাদের যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যে রিয়ক তোমাদের দান করেছেন তা থেকে খরচ কর’ তখন অস্তীকারকারীরা মু’মিনদের বলে, ‘আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়ার যাকে আল্লাহ্ চাইলে নিজে খাওয়াতে পারেন? তোমরা তো কেবল এক সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে আছ।’

৪৯। আর তারা জিজেস করে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?’

দেখুন : ক. ১৬৪৯, ৪৩৪১৩ খ. ৬৪৫, ২১৩৩, ২৬৪৬ গ. ৩৪১৮২, ৫৪৬৫ ঘ. ২১৪৩৯, ৩৪৪৩০, ৬৭৪২৬।

চলছে। এতে বুবা যায়, মহাবিশ্ব সমষ্টিগতভাবে ছুটে চলছে। তা না হলে একটি জ্যোতিক্ষের সাথে অন্য জ্যোতিক্ষের ধাক্কা লেগে যেত। মহাবিশ্ব (নিজ নিজ কক্ষপথে) ঘূর্ণয়মান হওয়া সত্ত্বেও এসব জ্যোতিক্ষমস্তুলীর পারস্পরিক দূরত্ব সমানই থাকে। জ্যোতিবিদদের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এটা জানা যায়। এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয়, আরো কোন অজানা জগৎ রয়েছে, যার আকর্ষণের দরুন এটি (অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্ব) সেনিকে ছুটে চলেছে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৪৭। কুরআন কত আগেই বলে রেখেছে যে মানুষের জন্য আল্লাহ্ অন্যান্য বহু ধরনের যান-বাহন পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করবেন। রেলগাড়ী, স্থামার, সমুদ্রগামী জাহাজ, এরোপ্লেন, মহাশূন্য যান ইত্যাদি আমাদেরকে আল্লাহ্-প্রদত্ত ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কুরআন আল্লাহ’র বাণী না হলে এত সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো না।

৫০। তারা কেবল ^{ক-}এক ভয়ংকর বিকট শব্দের (আয়াবের)^{১৪৫০} অপেক্ষা করছে যা তাদের ঝগড়ারত অবস্থায় তাদের ধরে ফেলবে।

৫১। তখন তারা ওসীয়ত (অর্থাৎ উইল) করার সামর্থ্য লাভ ^{১৪} করবে না এবং তারা নিজেদের পরিবারপরিজনের কাছেও ^২ ফিরে যেতে পারবে না।

৫২। ^শআর শিংগায় যখন ফুঁ দেয়া হবে^{১৪৫১} তখন অকস্মাত তারা কবর থেকে বেরিয়ে নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৫৩। তারা (একে অপরকে) বলবে, ‘হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমাদের বিশ্রামস্থল থেকে কে আমাদের উঠিয়েছে^{১৪৫২}? এতো তা-ই যার প্রতিশ্রূতি রহমান (আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং রসূলরা সত্যই বলেছিল।’

৫৪। এ (আয়াব) হবে কেবল এক ভয়ংকর বিকট শব্দ^{১৪৫৩}। তখন অকস্মাত তাদের সবাইকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে।

৫৫। ^গআর সেদিন কারো ওপর কোন যুলুম করা হবে না। আর তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই তোমাদের দেয়া হবে।

★ ৫৬। সেদিন নিশ্চয় জাল্লাতবাসীরা বিভিন্ন কাজে আনন্দের সাথে নিয়োজিত হবে^{১৪৫৪}।

দেখুন : ক. ২১:৪১, ৩৬:৩০,৫৪, ৩৮:১৬ খ. ১৮:১০০, ৩৯:৬৯, ৫০:২১, ৬৯:১৪ গ. ৩:২৬, ৪০:১৮, ৪৫:২৩।

২৪৪৮। ভবিষ্যতের সন্তান্য মন্দ কাজের কুফল।

২৪৪৯। অতীতে কৃত দুর্কর্মের কুফল।

২৪৫০। এখানে আল্লাহর থেকে যে শাস্তি আসার উল্লেখ আছে, তা (বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত) হঠাৎ উপস্থিত হবে। তা এত দ্রুতবেগে ও এত অকস্মাত উপস্থিত হবে যে অবিশ্বাসী দুষ্ট ব্যক্তিরা ‘ওসীয়ত’ বা ‘উইল’ করারও সময় পাবে না। পরবর্তী আয়াতে তা-ই বলা হয়েছে।

২৪৫১। “শিঙায় যখন ফুঁ দেয়া হবে” দু অর্থই হতে পারে। কিয়ামতের দিন শিঙা বেজে ওঠবে, এটাই প্রাথমিক অর্থ। রূপক বর্ণনা হিসাবে এর দ্বারা প্রতিশ্রূত ধর্ম-সংস্কারকের আগমনকান্তেও বুঝায়, যার উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিরা যেন কবর থেকে পুনরুদ্ধৃত হয় এবং ধর্মের ঐশ্বী-বাণী শুনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে।

২৪৫২। যখন হাশরের দিন মানুষকে উঠানো হবে এবং অবিশ্বাসীরা তাদের কুর্কমগুলো দেখতে পাবে ও শাস্তির মুখায়ুখি হবে তখন তারা ভীতি ও নৈরাশ্যের বশে বলে ওঠবে, “হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমাদের বিশ্রামস্থল থেকে কে আমাদের উঠিয়েছে?” পূর্ববর্তী আয়াতের উপমার রেশ ধরে বলা যায়, যারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের আগমনকালে তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না বরং অবাধ্যতা করে (আধ্যাত্মিক) মৃত অবস্থায় থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করে, এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কেননা ঐশ্বী আহবান শুনে তারা উচ্চাস্থরে বলে ওঠে, আমাদের বর্তমান মধ্যের অবস্থায় পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটিয়ে ঐ ব্যক্তি কেন আমাদেরকে তাঁর পিছনে একত্রিত হতে বিরক্তিকর ভাক দিচ্ছে।

২৪৫৩। উপর্যুক্ত কয়েকটি আয়াতে এই ‘এক ভয়ংকর বিকট শব্দ’ বারবার ব্যবহৃত হওয়াতে প্রতীয়মান হয় যে এই ‘সুরাটি’ এমন একটি সময়ের উল্লেখ করছে যখন আল্লাহর শাস্তি প্রচল বিকট শব্দের আকারে নেমে আসবে। এতে সভ্যত ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে আগবিক বোমার বিক্ষেপণে শহর ও জনপদগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

২৪৫৪ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَّا يَنْظَرُونَ إِلَّا صَيْخَةً وَّاَجِدَةً
تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ^{১০}

فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَّا أَهْلِهِمْ
يَرْجِحُونَ^{১১}

وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قَنَ أَكْجَدَةً
إِلَى رَتِيمَهِ يَنْسِلُونَ^{১২}

قَالُوا يَا يَوْمَ نَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا فَهَذَا
هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ^{১৩}

إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيْخَةً وَّاَجِدَةً فَإِذَا
هُمْ جَمِيعُهُمْ لَهُ يَتَّسِعُ مُخْضُرُونَ^{১৪}

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا مُبْجَزُونَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^{১৫}

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ
فِي كِهْوَنَ^{১৬}

৫৭। তারা এবং তাদের সঙ্গী সাথীরাও (রহমতের) ছায়ায় ক্ষেপণকের ওপর হেলান দিয়ে থাকবে^{২৪৫০}।

৫৮। *সেখানে তাদের জন্য ফলফলাদি থাকবে এবং তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাও থাকবে।

৫৯। ^gবার বার ক্ষপাকারী প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হবে 'সালাম'^{২৪৫১}।

৬০। আর (আল্লাহ এও বলবেন), 'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা (মু'মিনদের কাছ থেকে) পৃথক হয়ে যাও।'

৬১। হে আদমসত্তান! 'আমি কি তোমাদের এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেইনি, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি।

৬২। আর তোমরা শুধু আমার ইবাদত করবে। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।

৬৩। আর সে অবশ্যই তোমাদের অনেক লোককেই বিপথগামী করেছে। অতএব তোমরা কেন বিবেকবুদ্ধি খাটাওনি?

৬৪। ^gএটাই সেই জাহানাম যার প্রতিশ্রূতি তোমাদের দেয়া হতো।

৬৫। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর। কারণ তোমরা অস্বীকার করতে।

৬৬। আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দিব। ^hতাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে^{২৪৫২}।

দেখুন : ক. ১৫৪৪, ১৮৪৩২, ৮৩৪২৪ খ. ৫২৪২৩, ৫৫৪৫৩ গ. ১০৪১১, ১৪৪২৪, ৩৩৪৪৫ ঘ. ৬৪১৪৩ ঙ. ৫২৪১৫, ৫৫৪৪৪ চ. ১৭৪৩৭, ২৪৪২৫, ৪১৪২১-২৩।

২৪৫৪। পরজগতের জীবন স্থবির ও কর্মহীন বলে মনে করা ঠিক নয়, বরং তা হবে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে এক কর্মময় ও অগ্রসরমান জীবন।

২৪৫৫। সকল প্রকারের আনন্দ ও সুখই বেশী বেশী উপভোগ্য হয়, যখন প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে তা ভোগ করা হয়।

২৪৫৬। 'সালাম' অর্থাৎ শান্তি নামক একটি মাত্র শব্দেই বেহেশ্তের সকল নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর সাথে শান্তি, নিজের সাথে শান্তি, মনের ও আত্মার পূর্ণ প্রশান্তি—এটাই বেহেশ্তের চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

২৪৫৭। অবিশ্বাসীদের পাপ যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন তারা একেবারে নির্বাক হয়ে পড়বে, মুখে কথা সরবে না, যেন কেউ তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের আত্মরক্ষার জন্য কিছুই বলার থাকবে না। মানুষের হাত-পাণ্ডলোহি সাধারণত সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সাধনের প্রধান হাতিয়ার। মানুষের কথা-বার্তা ও চাল-চলন এবং কর্মতৎপরতা সব কিছুই অবিকলভাবে আজকাল টেপ্রেকর্ডার, ভিডিও রেকর্ডার কিংবা টেলিভিশন পর্দায় পৃষ্ঠাবে ব্যক্ত করা যায়। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানও বাধ সাধনি। এভাবে ইহজগতেই মানুষের জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া শুরু করেছে।

هُمْ أَذْوَاجُهُمْ فِي ظَلَلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ
مُتَّكِئُونَ^{৩১}

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَا^{৩২}
يَدَعُونَ^{৩৩}

سَلَمٌ نَقْوَلًا مِنْ رَبِّ رَّجِيمٍ^{৩৪}

وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ بِمَا^{৩৫} الْمُجْرِمُونَ

أَلَمْ آعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْيَنِي أَدَمَ أَنْ
لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ حَرَّانَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ^{৩৬}

وَ أَنِ اعْبُدُونِي أَهْذَا صَرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ^{৩৭}

وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ^{৩৮}

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ^{৩৯}

إِنَّهُمْ بِمَا^{৪০} كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

الْيَوْمَ تَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُهُمَا
آيَرِيهِمْ وَ تَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا^{৪১} কানুনَا
يَكْسِبُونَ^{৪২}

৬৭। আর আমরা চাইলে তাদের চোখ অবশ্যই অক্ষ করে দিতাম^{১৪৫৮}। এরপর তারা কোন এক পথে এগতো, কিন্তু (এমতাবস্থায়) তারা (সঠিক পথ) কিভাবে দেখতে পাবে?

^৮ ৬৮। আর আমরা যদি চাইতাম তাহলে তাদের জায়গাতেই
[১৭] তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতাম^{১৪৫৮-ক}। এরপর তাদের সামনে
৩ চলার এবং ফিরে যাওয়ারও শক্তি থাকতো না।

★ ৬৯। ^কআর আমরা যাকে দীর্ঘায় দান করি তাকে আমরা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার^{১৪৫৯} অবস্থায় নিয়ে যাই। অতএব তারা কি বুঝবে না?

★ ৭০। আর আমরা তাকে কবিতা^{১৪৬০} শিখাইনি এবং এটা তাকে সাজেও না। ^কএতো কেবল এক উপদেশ এবং এক কুরআন যা (সবকিছু) সহজবোধ্য করে (তুলে ধরে)

★ ৭১। যাতে করে এটি জীবিতদের সতর্ক করে^{১৪৬১} দেয় এবং যাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) আদেশ সত্য প্রতিপন্থ হয়ে যায়।

৭২। তারা কি দেখেনি, আমাদের ক্ষমতার হাত যা বানিয়েছে সেগুলোর মাঝে আমরা তাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছি যেগুলোর মালিক তারা হয়ে বসেছে^{১৪৬২}?

দেখুন ৪ ক. ১৬৪৭১ খ. ১৫৪১০, ৬৫৪১১।

২৪৫৮। মানুষকে স্ব-ইচ্ছা ও স্ব স্ব বিবেক-বুদ্ধিমত কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অতএব তার কাজ-কর্মের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। সত্যকে দেখিয়ে দিলেও অবিশ্বাসীরা গায়ের জোরে তা অঙ্কীকার করতে থাকে। ফল এই দাঁড়ায় যে সেই সত্যকে দেখার ক্ষমতাই তারা হারিয়ে ফেলে। পূর্ববর্তী আয়তে বলা হয়েছে ‘তাদের মুখে মোহর মেরে দিব’ এর তাৎপর্যও প্রায় অনুরূপ।

২৪৫৮-ক। হ্যরত ইবনে আববাসের মতে ‘আমরা যদি চাইতাম তা হলে তাদের জায়গাতেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতাম’। হ্যরত হাসানের মতে এর তাৎপর্য তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অকর্মণ্য হয়ে যেত (জরীর)। এর এই অর্থও হতে পারে, আমরা তাদেরকে নাজেহাল করে ছাড়তাম।

২৪৫৯। জীবনধারী সকলেই ক্ষয়, জরা ও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়। একথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যক্তির মত জাতিও উন্নতি করতে করতে উন্নতির শিখরে উঠে। অতঃপর ক্রমাবন্তি, জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

২৪৬০। কবি হওয়া নবীর জন্য মর্যাদাকর নয়। বরং নবীর মর্যাদার সাথে কবির সঙ্গতি কম। কারণ কবিরা সাধারণত অলস-স্বপ্ন ও কল্পনায় বিভোর থাকেন, আর শুন্যে প্রাসাদ রচনা করেন। আল্লাহর নবীদের সামনে থাকে উচ্চ ও সুমহান আদর্শ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের বিবাট কর্মসূচী। তবে এই আয়তটিতে এই কথা বলা হয়নি যে সব কবিতাই মন্দ অথবা সব কবিরাই বাস্তবতা বিবর্জিত স্বাপ্নিক। বরং এখানে এই কথাই বুঝানো হয়েছে, নবীর পদমর্যাদা এত উচ্চ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ যে কবির মর্যাদা তার ধারে কাছেও পৌঁছে না।

২৪৬১। “জীবিতদের” শব্দটির অর্থ হলো, আধ্যাত্মিকভাবে মৃত নয়, যে ওহী-ইলহাম গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে এবং সত্যের আহবানে সাড়া দিবার চেতনা ও শক্তি রাখে।

২৪৬২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَىٰ آعِيْنِهِمْ
فَاشْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبَصِّرُونَ^{১৫}

وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانِتِهِمْ
فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ^{১৬}

وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُتَكَسِّهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ^{১৭}

وَمَا عَلِمْنَا الشِّعْرَدَ مَا يَتَبَغِي لَهُ إِن
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ^{১৮}

لَيُئْذِرَمَنْ كَانَ حَيাً وَيَحْقِّ القَوْلُ عَلَىٰ
الْكُفَّارِ^{১৯}

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا حَلَقْنَا لَهُمْ وَمَا عَمِلْتُ
إِنِّي دِينَنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهُمَا مَا لَكُونَ^{২০}

৭৩। ^كআর আমরা এগুলো তাদের অধীনস্থ করে দিয়েছি। অতএব এগুলোর কোন কোনটি তাদের বাহন এবং এগুলোর (কোন কোনটি) তারা খেয়ে থাকে।

৭৪। ^كআর তাদের জন্য এগুলোতে অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং পানীয় দ্রব্যও (রয়েছে)। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

৭৫। আর তারা আল্লাহ ছাড়া (অন্যান্য) উপাস্য গ্রহণ করেছে যেন (এদের মাধ্যমে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

★ ৭৬। ^كএরা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। (পক্ষান্তরে) তাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য দেয়ার জন্য) দলবদ্ধভাবে এদেরকে উপস্থিত করা হবে।

৭৭। ^كঅতএব তাদের কথাবার্তা তোমাকে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। তারা যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে নিশ্চয় ও আমরা (তা) জানি।

৭৮। আর মানুষ কি দেখেনি, ^كআমরা তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? তথাপি (এমন কী ঘটলো), হঠাৎ সে প্রকাশ বাগড়াটে হয়ে গেল!

৭৯। আর সে আমাদের সম্বন্ধে কথা বানাতে লেগে গেল এবং নিজের সৃষ্টি হওয়ার কথা ভুলে গেল। সে বলতে শুরু করলো, হাড়গোড় পচে গেলে ^كকে এগুলো জীবিত করবে?

৮০। ^كতুমি বল, যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই এগুলো জীবিত করবেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৮১। ^كতিনি সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্য আগুন তৈরী করেছেন^{১৪৩}। অতএব তোমরা এগুলোর কোন কোনটি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে থাক।

وَذَلِّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكْبُهُمْ وَ مِنْهَا
يَأْكُلُونَ^{১৪}

وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَ مَسَارِبٌ دَأَلَّا
يَشْكُرُونَ^{১৫}

وَ ائْخَذُوا مِنْ دُونِ إِلَهٍ أَلَّا هُمْ لَعَلَّهُمْ
يُنَصَّرُونَ^{১৬}

لَا يَشْتَرِينَعُونَ تَضَرَّهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ
جُنْدٌ مُّخَضِّرُونَ^{১৭}

فَلَا يَخْزُنَكَ قَوْلُهُمْ مِّإِنَّا نَعْلَمُ مَا^ب
يُسْرُؤْنَ وَ مَا يُغَلِّبُونَ^{১৮}

أَوْ لَمْ يَرِدِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ
نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ^{১৯}

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا نَسِيَّ خَلْقَهُ، قَالَ
مَنْ يُّخَيِّي الْعِظَامَ وَ هِيَ زَمِينٌ^{২০}

تُلْ يُخْبِيَهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَ
هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهِمْ^{২১}

إِلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ^{২২}

দেখুন : ক. ৬৪১৪৩; ১৬৯৬; ৪০৪৮০-৮১ খ. ১৬৯৬, ৬৭ গ. ৭৪১৯৩ ঘ. ১০৪৬৬ ঙ. ১১৯৬; ১৬৪২৪; ২৭৪২৫; ২৮৪৭০ চ. ১৮৪৩৮; ২২৪৬; ২৩৪৮
৩৫৪১২; ৪০৪৬৮ ছ. ১৯৪৬৭; ২৩৪৩৮; ৪৫৪২৫ জ. ১৭৪৫২; ৪৬৪৩৮; ৭৫৪৪১ ঝ. ৫৬৪৭২-৭৩।

২৪৬২। যে ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষের যাবতীয় দৈহিক অভাব ও প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করেছেন, সে ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয় যে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও অন্টন মিটাবার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করেননি। বর্তমান ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এমন কিছু বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যা সাধারণত মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২৪৬৩। “সবুজ গাছ”—মনে হয়, এমন সব গাছ যার শাখা-প্রশাখা অতি সহজদাহ্য, জোর বাতাসের ঘর্ষণেই তাতে আগুন ধরে যায়। তেমনিভাবে এই কথার তাংপর্য হলো, আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল লোকেরাও আল্লাহর নবীর সংস্পর্শে এসে সফল আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক আলো পেয়ে থাকে।

৮২। ‘যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?’ হ্যাঁ অবশ্যই, তিনি অতি মহান স্রষ্টা (ও) সর্বজ্ঞ।

أَوْلَئِسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِقُدْرَةِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلْ وَهُوَ
إِلَهٌ أَعْلَمُ
②

★ ৮৩। ‘তাঁর আদেশ (কেবল) নিশ্চয় এ-ই হয়ে থাকে, তিনি এটিকে বলেন, ‘হয়ে যাও’! আর তা হতে শুরু করে^{১৬৪}।

إِنَّمَا أَفْرَمَهُ إِذَا آتَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ
③

৫ ৮৪। অতএব পরিত্র তিনি, “যাঁর হাতেই রয়েছে সব কিছুর
[১৬] আধিপত্য। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

فَسُبْحَنَ الَّذِي يَعْلَمُ مَلْكُوتَ كُلِّ
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَمَعُونَ
④

দেখুন : ক. ১৭১১০০; ৪৬৪৩৪; ৮৬৪৯ খ. ২৪১১৮; ৩৪৪৮; ৪০৪৬৯ গ. ২৩৪৮৯।

২৪৬৪। “তাঁর আদেশ (কেবল) নিশ্চয় এ-ই হয়ে থাকে, তিনি একে বলেন, ‘হয়ে যাও’! আর তা হতে শুরু করে” এই বাক্যটি কুরআন শরীকে যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই দেখা যায়, মহা বৈপ্লবিক অবশ্যাত্তাবী বিরাট ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে আল্লাহর এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সংক্ষারকের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক, অত্যাবশ্যকীয় ও অসাধারণ পরিবর্তন আনীত হয়, যা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মত দেখায়, সেইরূপ ক্ষেত্রেই এই বাক্যটি আল্লাহ ব্যবহার করে থাকেন বলে মনে হয়। এখানেও মহানবী মুহাম্মদ (সা): এর দ্বারা আনীত বিশ্ব-বিপ্লব ও সুদূরপ্রসারী মহা পরিবর্তনের সাথে এই বাক্যের সংযোগ রয়েছে।